দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

27 JUL 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 6

47

ঈশ্বরগঞ্জ কলেজ অধ্যক্ষের ফরিয়াদ

ঈশ্বরগঞ্জ কলেজ এডহক কমিটির বিগত ৩১-৫-৮৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কতিপয় মিথ্যা অভিযোগে আমাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমি ময়মনসিংহ ২য় সাবজজ আদালতে ৮-৬-৮৮ তারিখে মামলা দায়ের করি। মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন আছে। এরপর আমি ২০-৬ ৮৮ তারিখে উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বরাবরে আবেদন করলে উপাচার্যের আদেশক্রমে কলেজ পরিদর্শক ২৭-৬-৮৮ তারিখে কলেজ পরিচালনা কমিটির উক্ত সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বেআইনী ও অকার্যকর বলে উল্লেখ করে অবিলম্বে আমাকে ঈশ্বরগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করতে দেয়ার জন্য কলেজ এডহক কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অনুরোধ করেন কিন্তু আদালতে দায়েরকৃত মামলার অজুহাতে কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাকে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করতে দেননি। কলেজ কর্তৃপক্ষ অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে আমার বিরুদ্ধে ঈশ্বরগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলার তদন্তকারী অফিসার ৬-১০-৮৮ ইং তারিখে চূড়ান্ত রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৫-১০-৮৮ ইং তারিখে আমাকে উক্ত আত্মসাৎ মামলার দায় হতে অব্যাহতি দেন। আমি পুনর্বহালের জন্য ১-১১-৮৮ তারিখে পুনরায় কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি বরাবরে আবেদন করি। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাকে পুনর্বহাল না করে ময়মনসিংহ জজকোর্টে ৩৬৯/৮৮ নং রিভিশন মামলা দায়ের করেন। মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাকে ১/৬/৮৮ তারিখ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করলেও বিদ্যালয়ের চাকরিবিধি অনুযায়ী অদ্যাবধি আমাকে সাময়িক বরখাস্তকালীন ভাতা প্রদান করছেন না।

এড কমিটির নিকট উক্ত ভাতা দেওয়ার আবেদন করে ফল না পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ পরিদর্শকের নিকট আবেদন করি। তিনি ভাতা প্রদানের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। আমিও পুনরায় ভাতার জন্য আবেদন করি। এর পর বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের নিকট বিষয়টি জানাই। তিনিও ভাতা প্রদানের নির্দেশ দেন। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ তা অগ্রাহ্য করেন। উপরন্তু গত ১১ই জুলাই কলেজ পরিচালনা কমিটির সভায় আমাকে ভাতা দেয়া সমীচীন নয় বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

এরূপ পরিস্থিতিতে আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা মহাপরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন জানাই।

মোঃ শামসুল বারী,
অধ্যক্ষ, ঈশ্বরগঞ্জ কলেজ।

জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকদের টাইম-স্কেল সমস্যা

জাতীয়করণকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের বেসরকারী বিদ্যালয় থাকাকালীন সার্ভিসের শতকরা ৫০ ভাগ চাকরিকে 'কার্যকর চাকরি' হিসাবে সরকার গণ্য করেছেন। কিন্তু অদ্যাবধি উক্ত 'কার্যকর চাকরি' সময়কে টাইম-স্কেল প্রদানের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়নি। সম্প্রতি আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতীয়করণকৃত শিক্ষকদের জাতির প্রতি সেবা ও অবদানের কথা স্মরণ করে 'কার্যকর চাকরিকাল'কে ভিত্তি বছর হিসাবে গণ্য করে টাইমস্কেল প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। এ জন্য আমরা মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট কৃতজ্ঞ। জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয় ও কলেজসমূহের শিক্ষকগণ তাঁদের জীবনের মূল্যবান সময় জাতির সেবায় উৎসর্গ করেছেন। তাই, রাষ্ট্রপতির এ ঘোষণা একটি সময়োচিত ও যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ। জাতীয়করণকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজসমূহের শিক্ষকগণ অধীর আগ্রহে রাষ্ট্রপতির ঘোষণার বাস্তবায়নের অপেক্ষা করছেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি অর্থ দফতর ও সংস্থাপন বিভাগের সাথে আলোচনা করে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবার আশ্বাস দিয়েছেন।

এমতাবস্থায়, মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট আমাদের প্রার্থনা যে, তিনি যেন এ অসহায় শিক্ষকদের আর্থিক সংকট এবং মানসিক উদ্বেগের কথা বিবেচনা করে আশু প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করেন।

সুকুমার ভট্টাচার্য, সহকারী শিক্ষক, সাজানগিরি সরকারী পাইলট উচ্চবিদ্যালয়, চন্দ্রঘোনা, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।